ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ভক্তদের বিয়ের বিষয়ে দারুণ এক পরামর্শ দিলেন দীপিকা

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপের আগেই রোহিতের হাতে ট্রফি তুলে দিল আইসিসি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৩ ● কলকাতা ● ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৩ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পাকিস্তান নয়,

মণিপুরেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি বিজেপি জোটসঙ্গীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলওয়ামা হামলার পর পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। এবার হিংসাদীর্ণ মণিপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি জানালেন সে রাজ্যে বিজেপির জোটসঙ্গী এনপিপি দলের নেতা এম রামেশ্বর সিং।প্রসঙ্গত, গত মাসেই জানা গিয়েছিল বৈধ নথি ছাড়াই মায়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে মণিপুরে ঢুকেছিল ৭১৮ জন। ওই অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে চান্দেল জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল অসম রাইফেলস। তারপরই এই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

উল্লেখ্য, গত ৩ মার্চ মণিপুরে 'ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ' শুরু করে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর'। মেতেইদের তফসিলি উপজাতির তকমা না দেওয়ার দাবিতেই ছিল এই মিছিল। এতেই সংঘর্ষে জড়ায় কুকি ও মেতেইরা। ক্রমেই যা হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। অশান্তির জেরে এখনও পর্যন্ত দেড়শোর উপর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন বহু। ঘর ছাড়া লক্ষাধিক। অশান্তি থামাতে বিরাট কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সেনা মোতায়েন করা হয় উত্তর- পূর্বের এই রাজ্যে। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল রক্তের খেলা খেলেছে...',

পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে বিস্ফোরক মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলকে তুমুল নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিজেপির পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি উপস্থিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নিন্দায় সুর চড়ান মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রক্ত নিয়ে খেলেছে।মোদির কথায়, 'আমরা সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবকে পরাজিত করেছি এবং যারা গোটা দেশে নেতিবাচকতা ছড়াচ্ছে তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছি। বিরোধী দলের সদস্যরা মাঝপথে সংসদ ত্যাগ করেছেন। সত্য হল তারা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দিতে ভয় পেয়েই পিছু হঠেছেন।'তাঁর কথায় 'টিএমসি নে খুনি খেল খেল হ্যায়'।

মোদি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'কোনও বিজেপি প্রার্থী যাতে মনোনয়ন দাখিল করতে না পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য শাসকদল তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটে কোনও কসুর ছাড়েনি। তাঁরা কেবল বিজেপি কর্মীদেরই নয়, ভোটারদেরও হুমকি দিয়েছে। বুথ দখলের জন্য চুক্তি দেওয়া হয়.. এই রাজ্যে রাজনীতি করার এটাই যেন পথ'

শনিবার বিজেপির ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে ভার্চুয়াল বক্তৃতা রাখতে গিয়ে বিরোধীদের একের পর এক আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে তৃণমূল রক্তের খেলা খেলেছে। গোটা দেশ তা দেখেছে। কোনও বিরোধী দল যাতে মনোনয়ন পত্র জমা না দিতে পারেন সেই চেষ্টা করা হয়েছে। যদি কেউ উদ্যোগী হয়ে মনোনয়ন জমাও দেন, তবে তাদের প্রচার করতে না দেওয়া, ভোটারদের ভয় দেখানো, বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে বাড়ি থেকে বেরতে না দেওয়া। এত অত্যাচারের পরও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপি কর্মীদের আশীর্বাদ করেছেন। মণিপুর ইস্যু নিয়েও সরব হয়েছেন মোদি তাঁর বক্তব্যে, তিনি বলেন, সবাই একসঙ্গে আলোচনা করলেই মিটে যেত সমস্যা। কিন্তু তা না করেন সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়া হল।

টানাপোড়েনের পর 'পছন্দের'

হাসপাতালেই হল সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অস্ত্রোপচার কোথায় হবে, তা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলেছে। সরকারি হাসপাতালে কেন অপারেশন করাতে চাইছেন না 'কালীঘাটের কাকু', সেই প্রশ্ন উঠেছিল আদালতেও। অবশেষে তাঁর পছন্দের হাসপাতালেই হল হার্ট অপারেশন। শুক্রবার একবালপুরের বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে সূত্রের খবর।পরে আদালতের নির্দেশে জোকা ইএসআই-তে তৈরি মেডিক্যাল বোর্ড রিপোর্ট দেয়। তাতে দেখা যায়, সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। তা দেখেই ইডি জানিয়ে দেয়, সরকারি বা বেসরকারি যে কোনও হাসপাতালে হোক অস্ত্রোপচার। প্রথমে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের কথা বললেও পরে একবালপুরের এই হাসপাতালেই অপারেশন করাতে চেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। সেই মতো, শুক্রবার ওই হাসপাতালে অপারেশন হয়।তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারোল শেষ করে জেলে ফেরার সময়েই অসুস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর তাঁর হৃদযন্ত্রে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। তিনটি স্টেন্টও বসানো হয়। তবে, তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

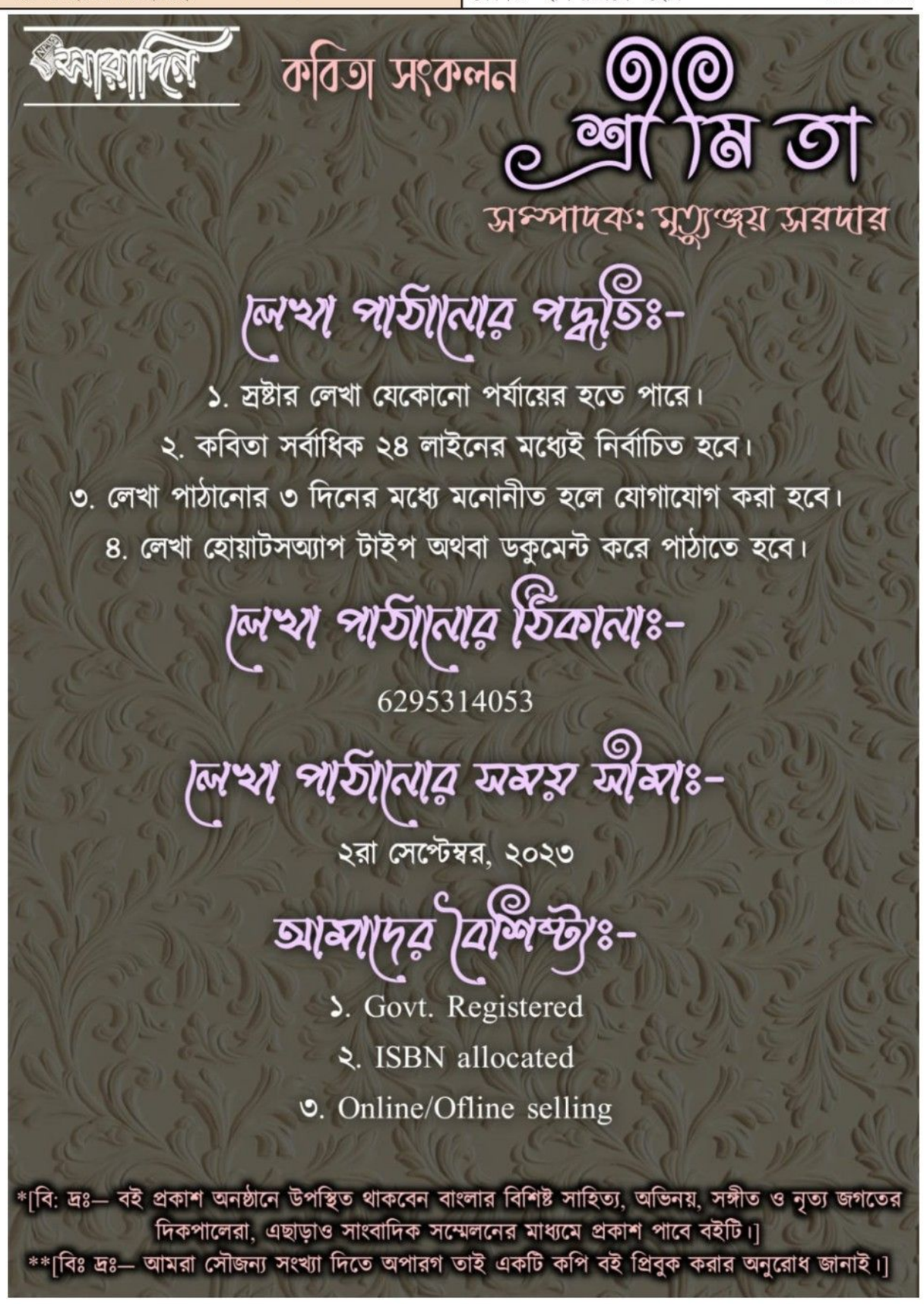

কেজরি এখন 'আধা রাজ্য'

দিল্লির 'হাফ মুখ্যমন্ত্রী', আইনে সায় রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ন্যাশনাল ক্যাপিটাল সিভিল সার্ভিস অথরিটি আইনে শনিবার সায় দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তিও জারি করে দিয়েছে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দফতর। গত সপ্তাতে সংসদের দুই কক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর বিলটি পাশ করে সরকার। এখন অফিসারদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে উপরাজ্যপাল শেষ কথা হলে প্রশাসনের উপর মুখ্যমন্ত্রীর কোনও নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব থাকবে না। আমলারা বস্তুত উপরাজ্যপালের মুখ চেয়ে কাজ করবেন। কোনও অফিসার কাজে গাফিলতি করলে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে উপরাজ্যপালের বকলমে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, এরফলে অরবিন্দ কেজরিওয়ার আধা রাজ্য দিল্লির হাফ মুখ্যমন্ত্রী বনে গেলেন। কারণ, নয়া আইনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রস্তাব খারিজ করে অফিসারদের পাল্টা মত দেওয়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। দিল্লি সরকারের হাতে অফিসার নিয়োগেরও ক্ষমতা দেয়নি কেন্দ্র। কেন্দ্রকে তুষ্ট রাখার প্রতিযোগিতায় নেমে আমলাদের রাজ্য সরকারকে উপেক্ষা, বিরোধে জড়ানো অসম্ভব নয়।ওই বিলে ২৬টি দলের বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধিতা করে। কিন্তু সংখ্যার জোরে সরকার সেটি পাশ করিয়ে নেয়।

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০ মে মাঝরাতে অর্ডিন্যান্স জারি করে আইনের বিধানগুলি কার্যকর করে নিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দিল্লি সরকারের অধীনে কর্মরত আমলাদের ট্রান্সফার, পোস্টিংয়ের ভার আর রাজ্য প্রশাসনের হাতে থাকবে না। একটি কমিটি এই ব্যাপারে আমলাদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করবে। সেই কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া, মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব হবেন কমিটির সদস্য। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন উপরাজ্যপাল। ফলে মুখ্যমন্ত্রীকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হলেও তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে কি হবে না ঠিক করবেন উপরাজ্যপাল।অর্থাত অফিসারদের ট্রান্সফার, পোস্টিংয়ে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর মতামত আর চূড়ান্ত নয়। শেষ কথা বলবেন উপরাজ্যপালের বকলমে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন নজিরবিহীন ঘটনা দেশের আর কোনও রাজ্যে নেই। সংসদে বিতর্কে একাধিক বিরোধী দল এই ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, এরপর একইভাবে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সংবিধানের বিপরীত মুখে চলা বলেও মন্তব্য করেছেন অনেক সাংসদ।

কেন্দ্রের তরফে গোড়ায় তড়িঘড়ি অর্ডিন্যান্স জারি এবং শেষ পর্যন্ত সংসদে আইন পাশ করানোর পিছনে ছিল সুপ্রিম কোর্টের গত মে মাসের একটি ঐতিহাসিক রায়। দিল্লির মতো আধা রাজ্যে অফিসারদের ট্রান্সফার-বদলিতে বারে বারেই নাক গলাচ্ছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সেই বাধা টপকাতে আম আদমি পার্টির সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্ত হয়েছিল। শীর্ষ আদালত মে মাসে রায় ঘোষণা করে অফিসার-পোস্টিংয়ের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের বলে রায় দেয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় খর্ব করতেই গভীর রাতে অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্র।

প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, দিল্লি এমনীতেই আধা রাজ্য। পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের অনেক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রাজধানীর সরকারের হাতে নেই। যেমন পুলিশ এবং পৌর পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে শেষ কথা কেন্দ্র। দিল্লি পুর নিগম সরাসরি কেন্দ্রের নগরোন্নয়ম নিগমের অধীনে কাজ করে।

গর্ভবতী হাতির মৃত্যুর ঘটনায়

তদন্ত কমিটি গঠন করল বন দফতর

শিলিগুড়ি, ১২ অগস্ট: নিউজ সারাদিন : ট্রেনের ধাক্কায় গর্ভবতী হাতি মৃত্যুর ঘটনায় টেকনিক্যাল তদন্ত কমিটি গঠন করল বন দফতর। রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালকে ওই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, "রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) দেবল রায়কে মাথায় করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট দেবে। পাশাপাশি ওই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যাবে সেই বিষয়টিও তাঁরা খতিয়ে দেখবেন।" জানা গিয়েছে, ওয়েবেল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ও

এরপর ৩ পাতায়

মণিপুর নিয়ে সংসদে বলতে দেওয়া হয়নি',

বিস্ফোরক বিজেপি শরিক সাংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুর নিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের অস্বস্তি বাড়ালেন এনডিএ'র অন্যতম শরিক দল নাগা পিপলস ফ্রন্টের (এনপিএফ) সাংসদ লোহর পাপোজ। শনিবার এক সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি অভিযোগ করেছেন, 'মণিপুরের জাতি হিংসা নিয়ে সংসদের অন্দরে মুখ খুলতে দেওয়া হয়নি।

মণিপুরে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে যখন শাসক ও বিরোধী শিবির তরজায় জড়িয়ে পড়েছে তখনই উত্তর পূর্ব ভারতের পাহাড়ি রাজ্যের জাতিদাঙ্গা নিয়ে মুখ খুলতে বাঁধা দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শোরগোল বাঁধিয়ে দিয়েছেন নাগাল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের সাংসদ লোহর পাপোজ। তাঁর কথায়, 'পাহাড়ি এলাকার জন্য বিজেপি সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু মণিপুর ইস্যু সঠিকভাবে সামলাতে পারেনি।'বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে।' কারা বাধা দিয়েছে তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বই মুখ খুলতে বারণ করেছেন। পাশাপাশি রাহুল গান্ধিরও প্রশংসা করেছেন এনপিএফ সাংসদ।

গত তিন মাসের বেশি সময় ধরে জাতি হিংসার আগুনে জ্বলছে উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্য মণিপুর। ইতিমধ্যেই কুকি আর মেইতেইদের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন দেড় শতাধিক নিরীহ মানুষ। গৃহহীন হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবার। লঙ্কাকাণ্ড ঘটলেও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন 'নীরব' মোদি। সম্প্রতি সংসদে মণিপুর ইস্যুতে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল কংগ্রেস। কিন্তু ১৩৭ মিনিটের নাতিদীর্ঘ ভাষণে মণিপুরের জাতি হিংসা নিয়ে মাত্র দু'মিনিট সময় ব্যয় করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে রণক্ষেত্র খানাকুল,

অশান্তি জেলায় জেলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে অশান্তি অবয়াহত রাজ্যে। বোমাবাজি, ইটবৃষ্টি, গাড়িতে ভাঙচুর! রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হুগলির খানাকুল। বাদ গেল না হাওড়ার জগতবল্লভপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার, মালদহের চাঁচল ও কোচবিহারের দিনহাটাও। পঞ্চায়েতে নবগঠিত বোর্ডে প্রধান কে হবেন? ধুন্ধুমারকাণ্ড কোচবিহারের দিনহাটায়। স্থানীয় মাতালহাট অঞ্চলে ১৫ টি আসন বিজেপি দখলে। ৭ আসনে জিতেছে তৃণমূল। বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দাবি, যাকে প্রধান পদে চাইছেন তাঁরা, সেই সদস্যকে আটকে রাখা হয়েছে। অপর গোষ্ঠী প্রতিবাদ করে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পুলিসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিসও।হুগলির খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত আসনসংখ্যা ১৭। ৮ আসন করে আসনে জিতেছে তৃণমূল ও বিজেপি। ১ আসন গিয়েছে সিপিএমের দখলে। বামেদের সমর্থনের শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল রাজ্যের শাসকদলই।

তারপর? তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধল। মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা পড়ল এলাকায়! সঙ্গে ইটবৃষ্টিও। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামাল দিতে যখন রীতিমতো হিমশিম খেল পুলিস, তখন বিজেপি বিধায়ককে গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা। উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারও। কীভাবে? বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল শীতলপুর পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২৩ আসনের পঞ্চায়েতে ১১ আসনে জিতেছে তৃণমূল। ৫ টি করে আসন পেয়েছে বিজেপি ও সিপিএম। ২ আসনে জয়ী নির্দল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সিপিএম ও নির্দলের সমর্থনে শীতলপুর পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের কথা ছিল বিজেপির। কিন্তু তার আগেই সিপিএমের এক জয়ী সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিস। কেন? পুলিস গাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি বাইকে ভাঙচুর চলে। তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভোটাভুটিতে শেষপর্যন্ত বোর্ড গঠন করে তৃণমূল।

এদিকে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে তৃণমূলের 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব' প্রকাশ্যে চলে এল হাওড়ার জগতবল্লভপুরে। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে রাজ্যের শাসকদলই। অভিযোগ, ১৫ সদস্যের পঞ্চায়েতে তৃণমূলের গোষ্ঠীতে রয়েছে ১০ জয়ী প্রার্থী, আর অপর গোষ্ঠীতে ৫ জন। এরপর এক পক্ষ যখন বিদায়ী প্রধানকেই ফের প্রধানের পদে বসানোর দাবি তোলে, তখন শুরু হয় গন্ডগোল।রক্তারক্তি কাণ্ড মালদহে। অভিযোগ, চাঁচলের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটাভুটির মাঝেই হামলার মুখে পড়েন তৃণমূল প্রার্থীরা। ধারালো অস্ত্রে আঘাতে জখম হন শাসকদলের ৬ প্রার্থী ও ১ জন নির্দল।

চলত র‍্যাগিং সেল, সৌরভের নির্দেশই ছিল

হস্টেলের শেষ কথা; দাবি পুলিশের

কলকাতা, ১২ অগস্ট: নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় রাজ্য । তাদের মধ্যে একাধিক ছাত্রছাত্রী কর্মরত। তারা সন্ধ্যা বা রাত হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে অবাধ বিচরণ করত এবং রীতিমতো একটি র‍্যাগিং সেল চালাত। মূলত প্রাক্তন এই ছাত্রদের বিভিন্ন ফাইফর্মাসের কাজ করতে হত প্রথম বর্ষের ছাত্রদের। তাদের ইচ্ছেতেই পড়তে হতো জামাকাপড় এবং তাদের ইচ্ছাতেই কাটতে হতো চুল। শনিবার ধৃত সৌরভ চৌধুরীকে আলিপুর আদালতে পেশ। তাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানাবে যাদবপুর থানার পুলিশ।

নদিয়ার বাসিন্দা স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডুর খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী। পুলিশের অনুমান, প্রত্যেক বছর নতুন ছাত্ররা হস্টেলে বা ক্যাম্পাসে এলে তাঁদের র‍্যাগিং করত সৌরভ। শুধু তাই নয়, সৌরভের নেতৃত্বে থাকত একাধিক ছাত্রছাত্রীরা। র‍্যাগিং করতে কার্যত সেল গড়ে তুলেছিল পড়ুয়ারা। পুলিশ এখন সৌরভকে জেরা করে জানতে চাইছে তার সঙ্গে আর কারা কারা এই সেলে ছিল। গতকাল, শুক্রবার একতরফা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আজও যাদবপুর থানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন আধিকারিককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনা বহুকাল ধরে চলে আসছে ক্যাম্পাসের ভিতরে। আর এতে মদত রয়েছে খোদ হস্টেলের বিভিন্ন আধিকারিকদেরও। গতকাল রাত আটটা নাগাদ যাদবপুর থানার পুলিশ সৌরভ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এরপর প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত তার জেরা করেছে।

তাতে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বভাবে বিপ্লবী সৌরভ চৌধুরী নামে ওই যুবক। গত বছর এমএসসি নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ আউট হয়ে গিয়েছিল এই ছাত্র। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি গেটের নিরাপত্তা রক্ষীরা সৌরভ চৌধুরীকে বেশ ভালোভাবেই চিনত। নিজের প্রভাব খাটিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রকে কখনও মারধর আবার কখনও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে র‍্যাগিং করাই ছিল সৌরভের কাজ। শুধু সৌরভ নয় বরং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল একাধিক ছাত্রছাত্রীরা।

তৃণমূলের প্রতি কি সুর নরম অধীরের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুযোগ পেয়েও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। উলটে ভোট হিংসা নিয়ে বাংলার শাসকদলকে নিশানা করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই বিঁধলেন। অধীর চৌধুরী যিনি কিনা রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল মমতা বিরোধী হিসাবে পরিচিত, তাঁর এ হেন অবস্থানে খানিকটা হলেও অবাক রাজনৈতিক মহল।বাংলার পঞ্চায়েত হিংসাকে যেভাবে মণিপুরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সেটা নিয়েও সরব হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। অধীর বলছেন,'বাংলার হিংসার সঙ্গে মণিপুরের হিংসার তুলনা করা মানে আনারসের সঙ্গে বেনারসের তুলনা। দুটো বিষয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক।' প্রশ্ন ওঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি অধীর তৃণমূলকে নিয়ে সুর খানিকটা নরম করলেন?

আসলে, শনিবার বিজেপির পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে ভারচুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলার ভোট হিংসা নিয়ে সরব হন। তৃণমূলকে বিঁধে অভিযোগ করেন,'বাংলার ভোটে তৃণমূল রক্তের খেলা খেলেছে। বিজেপি (BJP) প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে, ব্যালট বাক্সও চুরি হয়েছে। ভোটে অবাধে ছাপ্পা হয়েছে। বুথ দখলের জন্য গুন্ডাদের বরাত দেওয়া হয়েছে। বাংলায় তৃণমূলের রাজনীতির এটাই পদ্ধতি।' অর্থাত অধীর এতদিন বাংলায় বসে যে অভিযোগগুলি করছিলেন, সেটাই এদিন মোদি ভারচুয়াল ভাষণে বললেন।

অথচ, এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অধীর আর মমতাকে আক্রমণ করেননি। উলটে বিঁধেছেন মোদিকেই। কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা মেনে নিয়েছেন বাংলায় হিংসা হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর প্রশ্ন,'হিংসা কি শুধু বাংলাতে হচ্ছে? হিংসা কি শুধু রাজস্থানে হচ্ছে? হিংসা কি শুধু মধ্যপ্রদেশে হচ্ছে? বিজেপি বাংলার হিংসার কথা বলছে, রাজস্থানে হিংসার কথা বলছে, অথচ মধ্যপ্রদেশের হিংসার কথা বলছে না। উত্তরপ্রদেশে হিংসার কথা বলছে না। হরিয়ানার নুহ-তে কী হচ্ছে সেটা বলছে না। আসলে ওদের প্রতিবাদটা ভীষণ বাছাই করা। যেখানকার ঘটনার কথা বললে ওদের সুবিধা হবে, সেটাই বলছে।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

টানাপোড়েনের পর 'পছন্দের' হাসপাতালেই হল সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচার

আর্টারিতে 'ব্লকেজ' পাওয়া যেতে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু এসএসকেএমে অপারেশন করাতে আপত্তি ছিল তাঁর। প্রথমে সুজয়কৃষ্ণ নিম্ন আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন, যাতে বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে ধোপে টেকেনি তাঁর যুক্তি। আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও নিজের দাবিতে অনড় ছিলেন 'কাকু'। পরে হাইকোর্টে আবেদন জানান তিনি। সেখানেও চলে দীর্ঘ সওয়াল-জবাব। এসএসকেএমে সব আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন 'কাকু'র আপত্তি, তা জানতে চেয়েছিল আদালত।

১-ম পাতার পর

পাকিস্তান নয়, মণিপুরেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি বিজেপি জোটসঙ্গীর

আসার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। এহেন পরিস্থিতিতে, মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি জানাল বিজেপির জোটসঙ্গী এনপিপি।

এনপিপি নেতা এম রামেশ্বর সিং বলেন,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে কিছু কুকি সন্ত্রাসবাদী ও অনুপ্রবেশকারীরা সীমানা পেরিয়ে প্রবেশ করছে। আমি সব সময়ই বলেছি মণিপুরের হিংসায় বহিরাগতদের হাত রয়েছে। এতে শুধু রাজ্যের সুরক্ষাই নয়, জাতীয় সুরক্ষাও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' তিনি আরও বলেন,'এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু মণিপুর নয় গোটা দেশের নিরাপত্তা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো কোনও পদক্ষেপ করা উচিত যাতে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছি, এমন কিছু সংস্থা রয়েছে যারা কুকি জঙ্গিরা সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পে রয়েছে বলে ভুল ধারণা তৈরি করছে। কিন্তু এটা মিথ্যা। ওরা যদি ক্যাম্পে থাকে তাহলে গুলি কারা চালাচ্ছে?'

পাকিস্তানে ফেরত যাচ্ছেন সীমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পাবজি প্রেমিক সচিন মিনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন চার সন্তানের মা সীমা হায়দার। তিনি জানিয়েছিলেন, সচিনকে বিয়ে করেছেন। এই দেশেই থেকে যাবেন সীমা, অন্তত পক্ষে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল এমনটাই। কিন্তু, সেই সীমাই কি পাড়ি দিচ্ছেন পাকিস্তানে? তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা।এখানেই খান্ত হননি সমাজবাদী পার্টির ওই নেতা। অভিষেক সোম নামক এস পি নেতা দুটি বিমান টিকিট কেটেছেন। একটি সীমা হায়দারের নামে অপরটি অমিত জানির নামে। এই দুটি বিমান টিকিট কাটা হয়েছে মুম্বই থেকে করাচি পর্যন্ত। ৩১ ডিসেম্বরের তারিখে কাটা হয়েছে এই টিকিট। যদিও সীমার চার সন্তানের জন্য কোনও টিকিট কাটা হয়নি।এদিকে সচিন এবং সীমার প্রেম কাহিনী নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একটি সিনেমাও। ফায়ার ফক্স প্রোডাকশনের ছাতায় এই ছবিটি তৈরির দায়িত্ব এসে পড়েছে অমিত জানির উপরে। ছবির নাম হতে চলেছে 'করাচি টু নয়ডা'। ইতিমধ্যেই অডিশন নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

অমিত জানি যিনি এই ছবিটি তৈরি করছেন তাঁর দাবি, মেরুটের সমাজবাদী পার্টির এক নেতা তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। ওই নেতার নাম অভিষেক সোম বলে দাবি করেছেন তিনি। যদি সীমাকে এই ছবিতে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তিনি ভাঙচুর চালাবেন। এরপরেই অভিষেক সোম এবং অমিত জানির মধ্যে বচসা হয়। অমিত জানিকে তাঁর নায়িকাকে নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার কথা বলেন অভিষেক সোম।

বাংলাদেশে শুরু নির্বাচনী তোড়জোড়,

'পাশে থাকবে ভারত', বিশ্বাস আওয়ামি লিগের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে শুরু হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড়। চলতি বছরের শেষের দিকেই শুরু হতে পারে ভোটযুদ্ধ। লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছে শাসক-বিরোধী উভয়েই। এই প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের উতসবে 'পাশে থাকবে ভারত' বলেই বিশ্বাস আওয়ামি লিগের। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া চিন ও পাকিস্তান। যে কোনও মূল্যে ঢাকাকে কবজা করে ভারতকে বেকায়দায় ফেলার ছক কষছে পড়শি দেশগুলি। এই প্রেক্ষাপটে শি জিনপিং প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে সেপ্টেম্বরেই ভারতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দিল্লি ভালই জানে, খালেদা জিয়ার পাকিস্তানপন্থী দল বিএনপি ক্ষমতায় ফিরলে উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।আওয়ামি লিগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ৬ থেকে ৯ আগস্ট ভারত সফর করে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। ভারতের শাসকদল বিজেপির আমন্ত্রণেই এই সফরসূচি নেয় বাংলাদেশের শাসকদল বলে খবর। বৃহস্পতিবার এই সফর নিয়ে আওয়ামি লিগের ধানমান্ডি কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'ভারত বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চায়।' ইঙ্গিতে ভারতা তাদের পাশে দাঁড়াবে বলেই জানান তিনি।

সূত্রের খবর, বিজেপির শীর্ষনেতা ও ভারত সরকারের উচ্চপদস্থরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে, মার্কিন ভিসা নীতি, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা-সহ নির্বাচন সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের বিষয়গুলিও আলোচনায় এসেছে।

নয়াদিল্লিকে আওয়ামি লিগের প্রতিনিধিরা আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলাদেশের জমিতে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না। আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকায় জামাত-ই-ইসলামি, বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় না থাকলে পাকিস্তানের প্রভাব আবার বেড়ে যাবে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ভারতের মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারাও তা স্বীকার করেছেন বলে লিগের নেতারা জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বড়সড় অস্ত্রের কারবার!

রাশিয়া-চীন কোথায়, টার্গেট ইউক্রেন নাকি ইরান ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই দেশে অস্ত্র যেন হাতের মোয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র কারখানা গুলোতে চলছে ব্যাপক তোড়জোড়। কী কী তৈরি হচ্ছে? ইউক্রেনের জন্যই কী সর্বশক্তি দিয়ে এতো এতো অস্ত্র বানাচ্ছে দেশটা? কেন নতুন করে অস্ত্র নির্মাণে এতো বরাদ্দ দিচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর?ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা দিতে নিজেদের অস্ত্রের উতপাদন পুরোদমে বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র রেকর্ড অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শীত শেষে আরও বেশি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাশিয়াকে প্রতিহত করতে মাঠে নামবে ইউক্রেন। সেই পরিমাণ অস্ত্র তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রের সময় লাগবে কয়েক বছর। সেক্ষেত্রে, নিজেদের মজুত আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক বেশি অস্ত্র উতপাদন বাড়াতে হবে। এরই মাঝে লোহিত সাগর ঘিরে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা তুঙ্গে। তাই, সেই বিষয়টাকেও মাথায় রেখে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরিতে মন দিয়েছে আমেরিকা।

নাকি অন্য কোনও যুদ্ধের প্ল্যান? অলরেডি সামরিক খাতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে পেন্টাগন। দেশটির বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হচ্ছে আর্টিলারি শেল, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র। আর্টিলারি শেলের উতপাদন বাড়ানো হবে ৫০০ শতাংশ

তাছাড়া, প্রিসিশন স্ট্রাইক মিসাইল পিআরএসএম এর প্রাথমিক উতপাদনের জন্য মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানি লকহিড মার্টিন কে ৪৪.৩ মিলিয়ন ডলার তহবিল বরাদ্দ দিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ। নতুন এই গোলাবারুদ ব্যালিস্টিক মিসাইল এর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে যার রেঞ্জ ৩০০ কিলোমিটার। তাছাড়াও, লঞ্চার সিস্টেম, উইপন কন্ট্রোল সিস্টেম, মিসাইল তৈরির উপকরণ এবং আরো বেশ কিছু যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ চলছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং বিরোধী দেশগুলো হাইপার সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। নতুন এই অস্ত্র শব্দের চেয়েও পাঁচ গুণ বেশি গতিতে আকাশে ছুটবে।

চীন, রাশিয়ার মতো দেশগুলো উন্নত প্রযুক্তির এই অস্ত্র তৈরিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে নারাজ আমেরিকাও। গেল জুলাইয়ে আমেরিকা সফলভাবে মার্কিন লকহিড মার্টিন কর্পোরেশনের দুটো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। লকহিড মার্টিনের তৈরি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এফ ৩৫ ফাইটার জেট মার্কিন এয়ার ফোর্স জয়েন করেছে। জানিয়ে রাখি, ইসরাইলের এফ থার্টি ফাইভকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধবিমান। তার নির্মাতাও কিন্তু লকহিড মার্টিন। লকহিড মার্টিন কোম্পানির তৈরি এই বিমানে আছে স্টিল্থ প্রযুক্তি। অর্থাত এই বিমান উড়লে শত্রুপক্ষের রাডারে তার অস্তিত্ব ধরা পরবে না।

এমনকি, শত্রুপক্ষের বিমানের চোখ পড়ার আগেই এফ থার্টি ফাইভ সেটাকে খুঁজে নিতে পারবে। তাছাড়া বিমানটির পাইলটের হেলমেটে বসানো আছে একটা ডিসপ্লে সিস্টেম, যাতে অন্যদিকে মুখ করে থাকা অবস্থায়ও পাইলট শত্রু পক্ষের বিমানের দিকে গুলি করতে পারে, তাদের লক্ষ্য বস্তুর গতিবিধি চিহ্নিত করতে পারে, শত্রুপক্ষের রাডার জ্যাম বা অকার্যকর করে দিতে পারে, এমনকি আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। মোদ্দা কথা, মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রজেক্ট এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়াও উতপাদন দ্বিগুণ হবে জ্যাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র, যেগুলো গাইডেড মাল্টিপল রকেট লঞ্চার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়, আর স্টিঙ্গার অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ক্ষেপণাস্ত্র।

২ পাতার পর

গর্ভবতী হাতির মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করল বন দফতর

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার সংস্থার সদস্যদের নিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটির সদস্যরা চলতি সপ্তাহেই গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখবে। পাশাপাশি রেল ও বন দফতরের যৌথ কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকও হওয়ার কথা রয়েছে। রেল সহযোগিতা না-করায় এবার রেলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রককেও চিঠি দিচ্ছে রাজ্য বন দফতর।অন্যদিকে, ইতিমধ্যে রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে বিন বিভাগ। রেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রেলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রককেও চিঠি দিয়েছে রাজ্য বন দফতর।

সম্প্রতি, চাপরামারিতে একটি মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই গর্ভবতী হাতির। এই প্রশ্নের মুখে পড়েছে রেলের ভূমিকা। গর্ভে সন্তান থাকায় আসতে যাচ্ছিল হাতিটি। আর তাই দ্রুতগতিতে থাকা মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ওই অন্তঃসত্ত্বা হাতির। রেল দুর্ঘটনার জেরে গর্ভস্থ সন্তান ছিন্নভিন্ন হয়ে হাতিটির পেট থেকে । পাশপাশি হাতিটির আটটি হাড় ভেঙে যায় । যা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ওই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ রাজ্যের বন আধিকারিকরা। যদিও ট্রেনের গতি যে ৩০ কিলোমিটারের বেশি ছিল না তা মানতে নারাজ রেল কর্তৃপক্ষ। আর সেই কারণেই পুরো ঘটনার তদন্ত ও আগামীতে সেই সমস্যার সমাধানে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছে বন দফতর।

বাংলা শান্তিতে আছে, শান্তিতে থাকতে দিন: মোদিকে মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। গত ৮ জুলাই গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, ১১ জুলাই ছিল তার গণনা। কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে শুরু করে প্রায় এক মাস নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত অর্ধ শতাধিক মানুষের, এরমধ্যে কেবল মাত্র নির্বাচনের দিনই প্রাণ যায় ২১ জনের। আহতের সংখ্যাও কম নয়। আর বেশিরভাগ সহিংসতার ঘটনাতেই রাজ্যটির ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে। এবার সেই

নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার অভিযোগ 'রক্তের খেলা খেলেছে তৃণমূল।' শনিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি এসব কথা বলেন। এদিন হাওড়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারসহ অন্য নেতা, কর্মীরা। মোদির ওই বক্তব্যের পরেই তার উপর ক্ষোভ ঝাড়েন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এক অডিও বার্তায় মমতা বলেন, 'একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী মানুষের জন্য মানবিক বার্তা না দিয়ে তিনি বাংলাকে বদনাম করেছেন, বঞ্চিত করেছেন, লাঞ্ছনা করেছেন নিপীড়ন করেছেন, শোষণ করেছেন। আর নিজের দলের লোকেদের তোষণ করবার জন্য বাংলার গরিব মানুষের রুপি বন্ধ করে দিয়েছেন।' মমতার প্রশ্ন, 'নির্বাচনে যদি হিংসাই হতো তবে, ২ লাখ ৩১ হাজার প্রার্থীর মনোনয়নপত্র কিভাবে জমা পড়ল? যদি হিংসাই হতো তবে বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিআইএম মিলে এতগুলো পঞ্চায়েতে কিভাবে বোর্ড গঠন করলো? যদি হিংসা হতো তাহলে আমাদের দলের ২০ জন লোক কেন মরল?' মমতা বলেন, 'বাংলার দিকে আঙুল তোলার আগে তার (মোদি) বলা উচিত যে মণিপুর নিয়ে তিনি তিন মাস ধরে কি করেছেন? ত্রিপুরায় কেন ৯৩% মানুষকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হল না? উত্তরপ্রদেশে কেন ৪০% মানুষকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি? রেসলারদের উপর কেন এই অত্যাচার করা হয়েছিল?' প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগে মমতা বলেন, 'আপনার মতিগতি কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। আপনার লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলাকে বঞ্চনা করা, বাংলাকে ভাতে মারা, বাংলার বদনাম করা। কারণ আপনি বাংলার মেধাকে ভয় পান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ, বিরসা মুন্ডা এদেরকে আপনি ভয় পান। আমরা হিন্দু, মুসলিম, জৈন পারসি, আদিবাসী সকলকে নিয়ে একসাথে থাকার চেষ্টা করি, আমাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। আর আপনাদের কাজ হলো, মণিপুরের মত বাংলাতেও জাতি দাঙ্গা লাগানো। দার্জিলিংকে ভাগ করা, জঙ্গলমহলে আগুন জ্বালানো। কিন্তু আমরা এই আগুন জ্বালাতে দেব না। প্রয়োজনে আমার লাশের উপর দিয়ে আগুন জ্বালাতে হবে।' মমতার আবেদন, 'বাংলা শান্তিতে চলছে, শান্তিতে থাকতে দিন। বাংলার মানুষ কোনদিন মাথা নত করেনি, করবেও না। আমরা চাই বাংলার সম্মান। আমাকে আপনি (মোদি) গালাগালি দিন, কিন্তু বাংলার মানুষকে কটু কথা বলবেন না, বাংলাকে অসম্মান করবেন না। উল্লেখ্য, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের কার্যত ধূলিসাৎ করে জয়ী হয় শাসক দল। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ২২টি জেলা পরিষদের প্রত্যেকটিতে জয়ী হয় তারা। ৩৩১৭ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৪১ টি (৮০%) এবং ৩৪১ পঞ্চায়েতের সমিতির মধ্যে ৩১৩ টি (৯২%) দখল করেছে তারা।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২২৩ সংখ্যা ১৩ আগস্ট, ২০২৩ রবিবার ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বাংলার ভোটে কেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে পর্যবেক্ষক হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিনিধি দল পাঠানোয় এবার তা নিয় বড় প্রশ্ন তুলে দিল খোদ দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ওই ঘটনার জেরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের প্রবল ভতর্সনার মুখে পড়তে হল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে।এরপরই পর্যবেক্ষণে পাল্টা প্রশ্ন করেন বিচারপতি নাগরত্ন, 'ভোট তো মিটে গিয়েছে। এখন তদন্ত করতে চাইছেন কেন?' জবাবে মণিন্দর সিং বলেন, 'আমাদের কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে। তাই তদন্ত।' যদিও মানবাধিকার কমিশনের এই বক্তব্য গ্রহণ করেনি শীর্ষ আদালত। যে পদ্ধতিতে কমিশন কাজ করেছে, তা আইনত বৈধ নয় বলেই মন্তব্য করেন বিচারপতি নাগরত্ন। দুই বিচারপতি সাফ বুঝিয়ে দেন, মানবাধিকার কমিশনের এ ধরনের পদক্ষেপ সংবিধানের পরিপন্থী। তাই কোনওভাবেই তাদের জাতীয় নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য কমিশনের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া যায় না। তাই মামলা খারিজ করা হয়েছে।কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। আর সেখানেই তাঁদের গলা ধাক্কা খেতে হল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আবেদন শুধু যে খারিজই করে দিয়েছে তাই নয়, দুই বিচারপতি একই সঙ্গে স্পষ্ট ও কড়া বার্তা দিয়েছেন।জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জানিয়ে দেন, 'নির্বাচন সংক্রান্ত ইস্যুতে মানবাধিকার কমিশন অতি সক্রিয় কেন? আপনারা তো নির্বাচন কমিশনেরও ওপরে উঠে যাচ্ছেন। আর যাই হোক, কোনওভাবেই তো আপনাদের সুপার ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। ভোট করানোর দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তার জন্য রাজ্য এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থা রয়েছে। তাহলে সেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কীভাবে ভোট সুপারভাইজ করতে পারে? তাছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামনে অন্য অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে তারা হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বেছে বেছে কয়েকটি বিষয়ে উদ্যোগী হয়। তাই তাদের আবেদন খারিজ করা হল।'

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলেই মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাই তারা বাংলায় প্রতিনিধিদল পাঠায়। পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় কাজ করতেও শুরু করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। রায় যায় মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধে। তাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। বিবাদী করা হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। এই মামলার শুনানিতে মানবাধিকার কমিশনের হয়ে আইনজীবী মণিন্দর সিং বলেন, 'আমরা কারও এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছি না। শুধু মানবাধিকার রক্ষা হচ্ছে কি না, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে আমরা মনে করি, তাহলে কেন তদন্ত করতে পারব না?'

কী ভাবে ইন্টারনেট চালু করা যায়, রাজ্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলল মণিপুর হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। যে কারণে থমকে নানা কাজ। রাজ্যের মানুষও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে শুক্রবার মণিপুর হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে। বিচারপতি অহনথেম বিমল সিংহ এবং বিচারপতি এ গুণেশ্বর শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের কাছ থেকে একটি রিপোর্ট ও চেয়েছে।শুনানি চলাকালীন সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, এর আগে রাজ্যে ব্রডব্যান্ড পরিষেবার মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের অনেক নাগরিকই সে ভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন। মোবাইল নম্বর বেছে বেছে ইন্টারনেট পরিষেবা দিলে তথ্য ফাঁসের বিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। ফলে সেই পদ্ধতিতে পরিষেবা আবার চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মণিপুর হাই কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৩১ অগস্ট।গত ৩ মে থেকে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। তার পর থেকেই উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হিংসার পরিস্থিতি সামাল দিতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। কিন্তু তিন মাস কেটে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়নি। হাই কোর্টে ইন্টারনেটের দাবিতে একাধিক মামলা হয়েছে। সম্মিলিত ভাবে সেই মামলাগুলির শুনানি ছিল শুক্রবার। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মণিপুরে ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক করার বিষয়ে সরকার, বিশেষত স্বরাষ্ট্র দফতরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বরগুলি বেছে বেছে সাদাতালিকাভুক্ত (হোয়াইটলিস্ট) করে ইন্টারনেট চালু করা যায় কি না, তা দেখতে হবে।

পরবর্তী শুনানির দিন সরকারকে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে হাই কোর্ট। কী ভাবে, কত দিনের মধ্যে রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা সম্ভব, সরকারকে তা জানাতে বলা হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

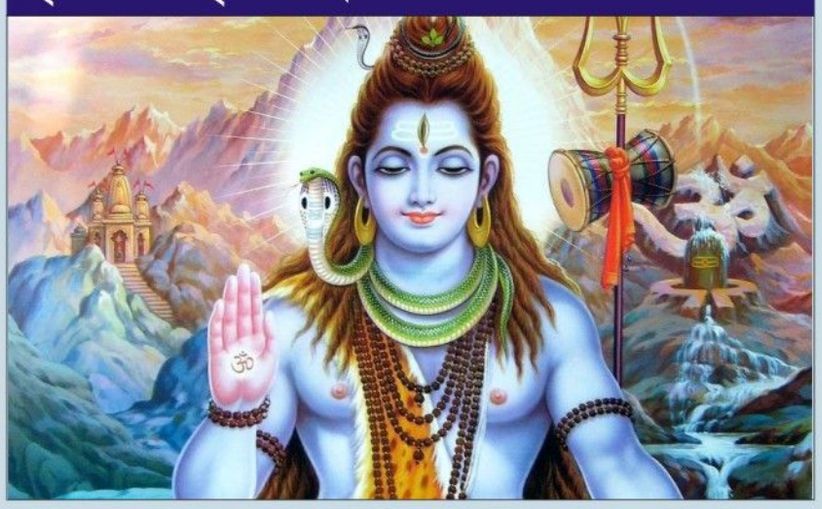

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

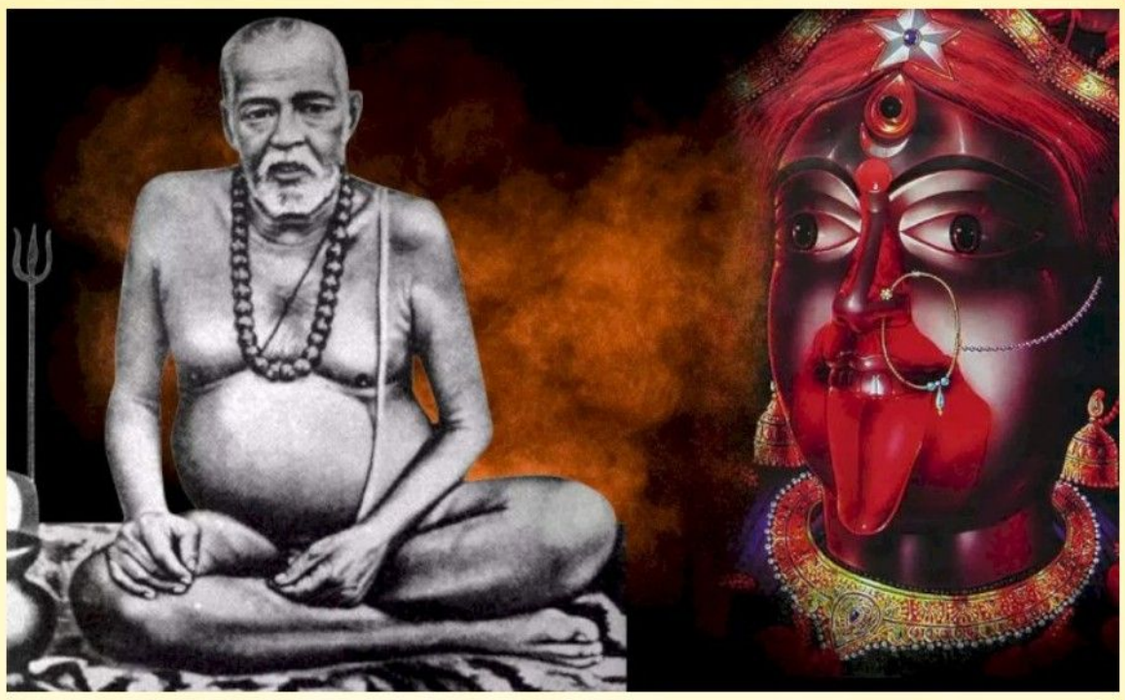

ঈশ্বরী কথা বইটি লেখার আগেও বিভিন্ন লেখা বিভিন্নভাবে আমি প্রকাশ করেছিলাম। বর্তমান পরিস্থিতি তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। সময় আর পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম ভাবেই প্রচলিত রয়েছে, সবটা আগের দেখানো পথে এখনো আমরা চলে যাচ্ছি। পরিবেশ পরিস্থিতির তারতর্মটা রেখে আগের দিনের ঘটনায় পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।তাই বলে চাই রাজ্য রাজনীতি দেখুন খুনের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে, দুষ্ট লোক তৎকালীন সময়ে বামদেবের আমলে হয়েছিল আজকের যুগেও তেমনি দুষ্ট লোক রজনীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সত্যি ভালো মানুষগুলো আজ যেন সেই অত্যাচারী মানুষের হাতে অত্যাচারিত চলছে। আর বামদেবের সেই বড় মা আজও বাংলার এই অত্যাচারী মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। স্বয়ং সিদ্ধ পিঠে যোগীদের আশ্রয়স্থল বামদেব মাতারা আবির্ভূত করেছিল চন্ডিপুরে। বীরভূমের চন্ডিপুর আজ একটি সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাস্থান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে তারাপীঠ মহাপীঠ নামে। দিনের-পর-দিন কলম ধরছি তারাপীঠের জন্য কিন্তু মা তারা একটু একটু করে হয়তো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিশ্বের দিকে । অত্যাচারী বিনাশ করার জন্য, মহামারির কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে মানব জাতি,দিশেহারা হয়ে পরছে অতি সাধারণ মানুষ গুলো।আমরা নিজের আদিম সত্তাকে ভুলে গেছি, নিজের সত্তার ইতিহাস হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। এ কথাটি লেখার আগে আমার স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে বারবার লেখার সত্তার ইতিহাসের কথা,স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তার সন্ধিক্ষণে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব,সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সাদরি ভাষার তিনি একজন গবেষক।তিনি একটি লেখাকে কতটা সমৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হয় সেটি আমাকে খুব ছোট থেকে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা ও জানার শেষ কোথাও নেই, তাই ভারতবর্ষের মনিঋষিদের বংশধর বাংলার বামাক্ষ্যাপা যা আজ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়।ভারত বর্ষ মুনি-ঋষিরা যেভাবে বংশ বিস্তার করেছিলেন তার কিছুটা কথা আজ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে। পৃথিবী যে একদম পুরোটাই ভারতবর্ষ ছিল তারও প্রমান খুব সহজেই পাওয়া যায় শাস্ত্র থেকে । উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদন থেকে অনেক গবেষকগণ স্বীকার করতে এখন আর দ্বিমত করে না ।

এক সময় ধীরে ধীরে সেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গড়ে সাতটি পৃথক মহাদেশ এবং বহু দেশ। মূলত, ককেশাস নামক স্থানকে বলা হয় শ্বেত মানবদের উৎপত্তি উৎস হিসেবে । বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা জগতের যেসব সাদা লোকদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের উত্তরসূরীদের বসতি ছিল এই ককেশাস (coucasus) নামক স্থানে।, মোসলেম এবং খ্রিষ্টানদের মতে এ স্থানেই ছিল স্বর্গের উদ্যান এটি হল আব্রাহামের বসতভূমি । যেটিকে ইন্দো ইউরোপীয়ান ককেশিয়ানদের পিতৃভূমি হিসেবে মনে করা হয় । তৈত্তিরীয় (Aitareya) উপনিষদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে । ব্রহ্মার পুত্র মরিচীর পুত্র ছিল কশ্যপ মুনি । ১২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে কশ্যপ মুনি ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের পিতা হয়েছিলেন । এসমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের কিছু পৃথিবীর পশ্চিমে গেল আর কিছু গেল পূর্বে । কশ্যপ মুনি স্বয়ং ক্যাসপিয়ান সাগরের নিকটে ধ্যান মগ্ন হয়ছিল । যার বর্তমান নামকরণ অর্থাৎ ক্যাসপিয়ান সাগর ঐ কশ্যপ মুনির নামেই নামকরণকৃত । সূর্যদেব বিবস্বান ছিলেন কশ্যপ মুনির পুত্র যার স্ত্রী ছিলেন অদিতি । সূর্যদেবের অস্থিত্ব যে পশ্চিমা দেশেও ছিল তার প্রমাণ এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে সূর্যদেবতাকে পূজার প্রচলন ।

কশ্যপ মুনি এবং দিতি থেকে সৃষ্ট দৈত্যরা তখন ইউরোপ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল । বর্তমানের টাইটানস (Titans) এবং টিউটনস (Teutons) ডাচ এবং ডিউটসচল্যান্ড (Deutschland) এ নামগুলো দেয়া হয়েছে 'দৈত্য' শব্দ থেকে । এ থেকে দৈত্যদের অবস্থান যে একসময় ছিল তার প্রমাণ মেলে । ব্রহ্মার আরেক পুত্র অত্রি থেকে সোম বা চন্দ্র হয় । চন্দ্রের পুত্র বুদ্ধের পুত্র ছিল পুরুরভ । এভাবে বংশানুক্রমে আয়ু নহুম এবং পরে যথাতির জন্ম হয় । যথাতির পাঁচ সন্তান ছিল । 'যদু' থেকে বেড়ে উঠে যদুবংশ যেখানে কৃষ্ণ বলরাম আবির্ভূত হয় এবং পুরু থেকে বেড়ে উঠে পুরুবংশ (যে বংশে কৌরব এবং পান্ডবরা জন্মেছিল) যারা হল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, যুদিষ্টির, ভীম, দূর্যোধন এবং মহারাজ পরিক্ষিত জন্ম নেয় । পুরু তখন বর্তমান মিশর স্থানটি পেয়েছিলেন তার রাজ্যের শাসনভার হিসেবে । পুরুর পুত্র ছিল প্রভির এবং প্রভিরের পুত্র ছিল মানুষ্য (Manasyu) যাকে মেনেস নামে ডাকা হত । যিনি পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের মতে মিশরের প্রথম বংশের প্রতিষ্ঠাতা । পুরুর বংশ এভাবে ফারাও রাজা পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছিল ।মিশরকে অজপতি নামে নামকরন করা হয় । এই অজ জাতের পুত্র ছিল অজপতি । অপরদিকে অজ ছিল ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পিতামহ রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ছিল সূর্যবংশে, সূর্যদেবের আরেক নাম রবি । 'র' তখন মিশরে সূর্য বংশের একটি শাখার অন্তর্গত ছিলেন । সেখানকার রাজা হলেন রামেস । যেটি রাম-ইস ভগবান শ্রী রামচন্দ্র থেকেই নামকরণকৃত । পান্ডব পরিবারবর্গও একসময় মিশর এবং ইউরোপে এসেছিল যা এখন সাগরে নিমজ্জিত হয় । এভাবে পিরামিডের গায়ে বৈদিক সংস্কৃতির ছোঁয়া এখনও দেখতে পাওয়া যায় তার বিবরণ আমি পরবর্তী পোষ্টে দিব ।পরবর্তীতে তারা বর্তমানের ইসরাইলে গমন করে । যেটিকে বিশ্লেষন করলে দাঁড়ায় ইশ্বরাভলয় (ভূমি) তার অর্থ ইশ্বরের বাসস্থান । সুতরাং ইসরাইল ও তখন বৈদিক সংস্কৃতির সুরে নামকরণকৃত হয়েছিল ।

যযাতির তিনজন পুত্র বর্তমান ভারতের বাইরে যে দুটি রাজ্য পেয়েছিল সেগুলো হল তুর্কি এবং তুর্বাসা । যবনরা পেয়েছিল তুর্কি এবং তুর্বাসা পেয়েছিল ফার্সিয়া ইত্যাদি । মহাভারত অনুসারে (আদিপর্ব ৮৫.৩৪) তুর্বাসা দুর্যোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল। অপরদিকে অনু পেয়েছিল গ্রীক এবং ইতালী । পরশুরামের বংশদূতরাও একসময় মিশরের রাজা ছিলেন । পরশুরাম ও যদু বংশজাত যাদের কিছু ইউরোপ এবং এশিয়াতেও এসেছিল । এর পরবর্তীতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রধান নীতি বর্ণাশ্রম ধর্ম বিভিন্ন কারনে হারিয়ে যায় । মহাভারত (আদিপর্ব ১৭৪.৩৮) অনুসারে ভীম এবং সহদেব পুলিন্দ (গ্রীকদের) জয় করেছিল কেননা তার ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে বর্তমান ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির ব্যবহারটাও অপরিসীম । বর্তমান 'নরওয়ে' দেশটির নাম সংস্কৃত শব্দ 'নরক' থেকে এসেছে । 'সোভিয়াত' এসেছে 'শ্বেত' থেকে । 'রাশিয়া' 'ঋষি' থেকে এসেছে, এভাবে সাইবেরিয়া শব্দটিও সংস্কৃত থেকে আগত । 'স্যান্দিনাভিয়া' 'স্কন্দ' থেকে এসেছে । যিনি দেবতাদের প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন । (Viking Ges king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি । একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল । পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয় । কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল ।ময়দানব তখন অসুরদের রাজ ছিলেন । তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয় । ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (Amaraka) নামে ডাকত । কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না । তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত । আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচ্চি (অসবৎরমড় াবংঢ়পপর) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে । তেমনি ভারতবর্ষের মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ" আলোচনায় আমরা । এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির । কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায় ?তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম । প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত ।পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যপ া(১৮৪৩ ১৯১১)।তবে পৌরাণিক ইতিহাসের,লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় , ঠিক সেই মুহুর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে । ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন ।কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল , তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয় , এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান ।এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান , আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন , তখন তিনি অসফল হন ।আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন ।বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন , তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ , এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন । বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন ।বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন , সেই রূপ দেখাতে , বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন , মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়ানাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় ।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র ।তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয় , তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে , এখানেও তাই । ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন , ভালোবাসা নেন , আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন , আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা ।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গ্রুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান ।কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন ।তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন। পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান । মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ । লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন । তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী । একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন । মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায়নি । "ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা " জয় তারা " , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে । "বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি "হাউড়া" নামে পরিচিত , যার অর্থ হল "নির্বোধ " ।মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় ।তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয় ।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি ।তবে তিনি বাকিসদ্ধ ছিলেন । মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন " ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট" । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাকিসদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম । বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

দুই ধরণের পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন পূজা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'ড্যাডি' (১৯৮৯) ছবি দিয়ে হাতেখড়ি। ১৭ বছর বয়সে বলিউডে পা রেখেছিলেন পূজা ভট্ট। বয়স ২০-র কোঠায় পড়তে না পড়তেই একের পর এক পুরুষের আনাগোনা তাঁর জীবনে। তাঁদের প্রত্যেককে মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন পূজা। তবে তরুণী অভিনেত্রীর আগ্রহ ছিল অন্য দিকে। পুরনো সেই সত্তার কথা আজ মনে পড়লে অবাক হন পূজা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 'দিল হ্যায় কি মানতা নহি'-র নায়িকা বলেন, 'সে সময়ে আমি কেবল দুর্বল, অসহায়, ভীরু প্রজাতির পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতাম। ত্রাতার ভূমিকায় এসে তাঁদের বলতে ইচ্ছে করত, 'এই যে আমি এসে গিয়েছি। আর কোনও ভয় নেই।'

ধরা যাক, যদি একটা ঘরে ১০০ জন পুরুষ উপস্থিত থাকেন, তাঁদের মধ্যে কর্মঠ, বলিয়ে-কইয়ে ৯৯ জন আমার চোখে পড়বেন না। আমি ঠিক খুঁজে নেব সেই ১ জনকে, যিনি ইঁদুরের মতো টেবিলের তলায় লুকিয়ে রয়েছেন।'

অভিনেত্রী-পরিচালক পূজা ২০০৩ সালের অগস্ট মাসে মণীশ মাখিজার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন। 'পাপ' (২০০৪)-ছবিতে একসঙ্গে কাজও করেছিলেন। তবে ১১ বছরের দাম্পত্য ভাঙে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে।

তার পর থেকে একাই রয়েছেন পূজা। বলছেন, এই বেশ ভাল আছেন। এখনও কি আগের মতো সাহায্যপ্রার্থী মানুষের প্রেমে পড়েন তিনি? মহেশ ভট্টের কন্যা হেসে বলেন, 'পরে বুঝতে পেরেছি অন্য কাউকে নয়, নিজেকে ঠিক করার প্রয়োজন ছিল। আমি আজও মনে করি প্রেমই জীবন। জীবনকে ভালবাসতে গেলে প্রেমে পড়া জরুরি। যদিও আমি একার জীবন জমিয়ে উপভোগ করছি।'

'পাপ' (২০০৪)-এ অভিনয়ে দর্শকের মন জিতে নেওয়ার পর 'হলিডে', 'ধোঁকা', 'কাজরারে' এবং 'জিসম ২'- এর মতো ছবির হাত ধরে পরিচালনায় আসেন পূজা।

এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন মিমি চক্রবর্তী!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলা ছবির ব্যবসা নিয়ে টলিপাড়ার একাংশ মোটেই খুশি নয়। তাদের মতে হাতে গোনা কয়েকটা ছবি দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে টানতে সফল হয়েছে। আর তার ওপর ওটিটির রমরমা বাজার। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ তারকারাই এখন ওয়েব সিরিজের দিকে ঝুঁকছেন। প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী চুটিয়ে কাজ করছেন হিন্দি ওয়েব সিরিজে। অঙ্কুশ হাজরা থেকে স্বস্তিকা আবার শুভশ্রী থেকে শ্বাশত চট্টোপাধ্যায় সকলেই ইতিমধ্যে ওয়েব সিরিজে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। এবার সেই তালিকাতেই নাম লেখাতে যাচ্ছেন মিমি চক্রবর্তী। টলিপাড়ার অন্দরের খবর অনুযায়ী, মিমি চক্রবর্তী এবার ওয়েব সিরিজে কাজ করার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। হইচই-এর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি নতুন ওয়েব সিরিজের প্রস্তাবও গিয়েছে। মিমি নাকি সেই সিরিজ করতে রাজিও আছেন। শুধু তাই নয়, শোনা যাচ্ছে এই সিরিজে মিমির বিপরীতে থাকতে পারেন টোটা রায়চৌধুরী। স্বস্তিকার সঙ্গে টোটার প্রথম ওয়েব সিরিজ 'নিখোঁজ' চলতি মাসেই মুক্তি পাচ্ছে। টোটা-মিমির এই নতুন ওয়েব সিরিজের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন চন্দ্রাশিস রায়। তবে নতুন এই সিরিজ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। টোটা এখন 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'র সফলতায় মগ্ন রয়েছেন।

ভক্তদের বিয়ের বিষয়ে দারুণ এক পরামর্শ দিলেন দীপিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভক্তদের বিয়ের বিষয়ে দারুণ এক পরামর্শ দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। 'বন্ধু দিবসে' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'বাজিরাও'য়ের জন্য বিশেষ একটি নোট লিখেছেন এই অভিনেত্রী। যেখানে দীপিকা লিখেছেন, 'নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডকে বিয়ে করুন।'

অভিনেত্রী লেখেন, 'নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডকে বিয়ে করুন। আমি খুব হালকাভাবে কথাটা বলছি না। সত্যি সত্যি সেই কঠিনতম, সবচেয়ে খুশির বন্ধু খুঁজে বের করুন যার প্রেমে পড়ছেন।'

তিনি লিখেছেন, 'এমন কেউ যে তোমাকে নিয়ে প্রচুর ভালো কথা বলে। এমন কেউ যার সঙ্গে আপনি প্রাণখুলে হাসতে পারবেন। এমন হাসি যাতে পেটে যন্ত্রণা হবে, আর হঠাৎ নাক ডেকে উঠবেন। সেরকম অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ার মতো, সুস্থ করে দেওয়ার মতো হাসি। বুদ্ধিমত্তাও জরুরি। জীবন খুবই ছোট এমন কাউকে ভালো না বাসার জন্য যে তার আশেপাশে আপনাকে বোকা হয়ে থাকতে দেয়।'

সেই পোস্টে তিনি আরও লেখেন, 'নিশ্চিত করবেন তিনি এমন কোনো মানুষ যে আপনাকে কাঁদতেও দেয়। দুঃখ আসবেই। এমন কাউকে খুঁজুন যাকে এইসব সময়ও আপনি সঙ্গে রাখতে চান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন মানুষকে বিয়ে করুন যিনি প্যাশন, ভালোবাসা ও উন্মাদনাকে একত্রিত করে আপনার সঙ্গে চলে। এমন ভালোবাসা যা কখনো লঘু হবে না, জলস্তর গভীর ও অন্ধকার হয়ে গেলেও না।'

দীপিকা তার এই পোস্টের ক্যাপশনে রণবীরকে ট্যাগ করেন। যেখানে স্বামীর প্রতি ভালোবাসাও প্রকাশ করেন তিনি। নায়িকার এই পরামর্শ ভক্তরাও বেশ ভালোভাবে নিয়েছেন। অনেকেই তার প্রিয় বন্ধুকে মেনশন করে পোস্টটি দেখিয়েছেন। বিয়ে করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন।

জাপানি পাত্রকে বিয়ের কথা জানালেন রাশমিকা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের গুঞ্জন রাশমিকা মন্দানার। ভারতের দক্ষিণী এই দুই তারকাকে একসঙ্গে অবকাশ যাপনে দেখা গেছে।

তবে প্রকাশ্যে প্রেমের কথা স্বীকার করেননি দুজনের কেউ।

এই যখন অবস্থা তখন প্রেম বাদ দিয়ে নিজের বিয়ের খবর দিলেন 'পুষ্পা : দ্য রাইজ' সিনেমার নায়িকা।

বলিউড শাদিস ডটকমের প্রতিবেদন, টাইগার শ্রফের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন রাশমিকা। সেখানে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। রাখঢাক না করে উত্তরে এই নায়িকা বলে বসেছেন, বিয়ে হয়ে গেছে তার।

এখানেই শেষ নয়, রাশমিকা তখন জানিয়ে দেন পাত্রের নামধামও। তিনি বলেন, নারুতো উজুমাকিকে গোপনে বিয়ে করেছেন তিনি।

তবে রাশমিকা মন্দানা ভক্তদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। উজুমাকি হল এক জাপানি কার্টুন চরিত্র। এই জাপানি কার্টুন সিরিজটি চলছে নেটফ্লিক্সে। নেহাত মজা করেই এমন উত্তর দিয়েছেন অভিনেত্রী।

এদিকে, বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে রাশমিকার প্রেমের জোর গুঞ্জনের মাঝেই মাস তিনেক আগে শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি অভিনেতা বেল্লামকোন্ডা সাই শ্রীনিবাসের প্রেমে মজেছেন।

রাশমিকা ও সাই শ্রীনিবাসকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। লোকমুখেও এ নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আসেনি।

বিশ্বকাপের আগেই

রোহিতের হাতে ট্রফি তুলে দিল আইসিসি!

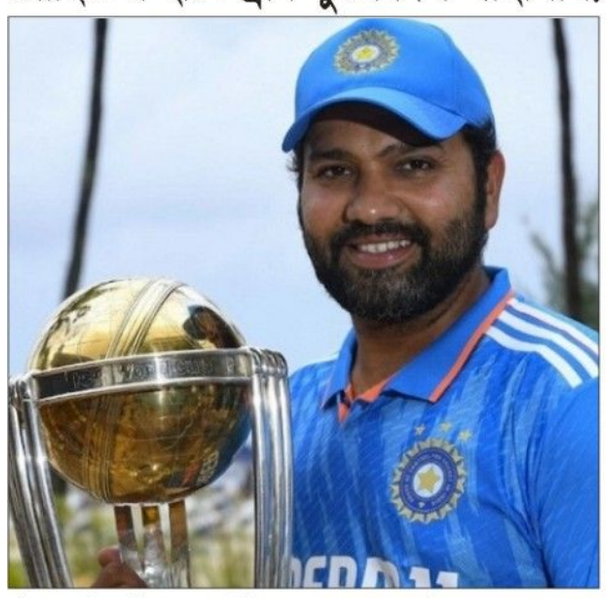

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপের এখনও ৫৯ দিন বাকি। বিশ্বকাপের আগেই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে ট্রফি তুলে দিল আইসিসি! ট্রফি হাতে হাসিমুখে ছবি তুলেছেন রোহিত। তার ছবি দেখে ভারতীয় সমর্থকদের একটাই ইচ্ছা, ১৯ নভেম্বরও যেন এই ছবিটা দেখা যায়। সে দিন বিশ্বকাপ জিতে যেন এ ভাবেই ট্রফি নিয়ে হাসিমুখে ছবি তোলেন রোহিত। বিশ্বকাপের প্রচারের কারণেই রোহিত ছবি তুলেছেন ট্রফি হাতে। তবে কোন প্রচারের জন্য, তা এখনও জানা যায়নি। হতে পারে প্রতিযোগিতার বাকি অধিনায়কদেরও এভাবেই ট্রফি হতে পরবর্তীতে দেখা যাবে। ২০১৩ সালের পর থেকে ভারতের কোনও অধিনায়কের হাতে আইসিসি ট্রফি ওঠেনি। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হতে হয়েছে দল।

বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে রোহিত, একই ছবি দেখা গিয়েছে বার বার। এবার দেশের মাটিতে সেই ছবি বদলাতে চান রোহিতেরা। শেষ বার ২০১১ সালে দেশের মাটিতেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেটা আরও এক বার করে দেখাতে চান ভারতীয় ক্রিকেটারেরা।

নিজের যে ইচ্ছার কথা ক্লাবকে জানালেন নেইমার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্যারিসে আর মন টিকছে না ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়রের। ক্লাব পিএসজিতে ছয় বছর পার করেও মন পাননি সমর্থকদের। বন্ধু মেসিও দুয়ো শুনেই ক্লাব ছেড়েছেন। এমন অবস্থানে থেকে পিএসজিকে এবার বিদায় বলতে চান এই ব্রাজিলিয়ান নাম্বার টেন। আর তার এই ইচ্ছের কথা ক্লাবকেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনের খবর প্রকাশের জন্য আগে থেকেই ফুটবল বিশ্বে জনপ্রিয় নাম লেকিপ। নেইমারের ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছের কথাটাও প্রকাশ্যে এনেছে তারাই। জানিয়েছে, নেইমার শুধু ক্লাবই ছাড়তে চাননা। নিজের পরের গন্তব্যটাও তিনি ঠিক করে ফেলেছেন। গত রোববার নেইমার পিএসজি বোর্ডের সঙ্গে দেখা করে ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তি আছে ২০২৭ পর্যন্ত। তবে ভাল প্রস্তাব পেলে এখনই ক্লাব ছাড়তে রাজি তিনি। নেইমার চান আরও একবার স্পেনে তার পুরাতন ক্লাব বার্সায় ফিরে আসতে। আর এজন্য নাকি বেতন কমাতেও রাজি তিনি। নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনাও বেশ প্রবল। বার্সার কোচ জাভি হার্নান্দেজ তাকে দলে না চাইলেও সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার পছন্দ এই ব্রাজিলিয়ানকে। কিন্তু বার্সার আর্থিক অবস্থা নেইমারকে নিয়ে আসার অনুকূলে নেই। বিষয়টি জেনেই হয়ত বেতন কমানোর ইস্যুতেও সায় আছে তার। লেকিপ জানিয়েছে, পিএসজির উগ্র সমর্থক গোষ্ঠী গত মে মাসে প্যারিসে নেইমারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করায় ক্লাবটির ওপর থেকে মনে উঠে গেছে তার। ছয় মৌসুম ধরে পিএসজির হয়ে খেলার পরেও ভক্তদের এই সমালোচনার কারণ বুঝতে পারছেন না এই ব্রাজিলিয়ান।

পিএসজিতে আসার পর প্রতিবছরই দলবদলের সময়ে শোনা গিয়েছে নেইমারের ক্লাব ছাড়ার কথা। কিন্তু কোনবারেই কিছু হয়নি। নেইমার থেকে গিয়েছেন দলের সাথেই। এবারও তেমন কিছু হয় কিনা সেটাই এখন দেখবার বিষয়।

নিজের পরের গন্তব্যটাও

ঠিক করে ফেলেছেন নেইমার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্যারিসে আর মন টিকছে না ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়রের। ক্লাব পিএসজিতে ছয় বছর পার করেও মন পাননি সমর্থকদের। বন্ধু মেসিও দুয়ো শুনেই ক্লাব ছেড়েছেন। এমন অবস্থানে থেকে পিএসজিকে এবার বিদায় বলতে চান এই ব্রাজিলিয়ান নাম্বার টেন। আর তার এই ইচ্ছের কথা ক্লাবকেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনের খবর প্রকাশের জন্য আগে থেকেই ফুটবল বিশ্বে জনপ্রিয় নাম লেকিপ। নেইমারের ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছের কথাটাও প্রকাশ্যে এনেছে তারাই। জানিয়েছে, নেইমার শুধু ক্লাবই ছাড়তে চাননি। নিজের পরের গন্তব্যটাও তিনি ঠিক করে ফেলেছেন। গত রোববার নেইমার পিএসজি বোর্ডের সঙ্গে দেখা করে ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তি আছে ২০২৭ পর্যন্ত। তবে ভাল প্রস্তাব পেলে এখনই ক্লাব ছাড়তে রাজি তিনি। নেইমার চান আরও একবার স্পেনে তার পুরাতন ক্লাব বার্সায় ফিরে আসতে। আর এজন্য নাকি বেতন কমাতেও রাজি তিনি। নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনাও বেশ প্রবল। বার্সার কোচ জাভি হার্নান্দেজ তাকে দলে না চাইলেও সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার পছন্দ এই ব্রাজিলিয়ানকে। কিন্তু বার্সার আর্থিক অবস্থা নেইমারকে নিয়ে আসার অনুকূলে নেই। বিষয়টি জেনেই হয়ত বেতন কমানোর ইস্যুতেও সায় আছে তার। লেকিপ জানিয়েছে, পিএসজির উগ্র সমর্থক গোষ্ঠী গত মে মাসে প্যারিসে নেইমারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করায় ক্লাবটির ওপর থেকে মনে উঠে গেছে তার। ছয় মৌসুম ধরে পিএসজির হয়ে খেলার পরেও ভক্তদের এই সমালোচনার কারণ বুঝতে পারছেন না এই ব্রাজিলিয়ান।

পিএসজিতে আসার পর প্রতিবছরই দলবদলের সময়ে শোনা গিয়েছে নেইমারের ক্লাব ছাড়ার কথা। কিন্তু কোনবারেই কিছু হয়নি। নেইমার থেকে গিয়েছেন দলের সাথেই। এবারও তেমন কিছু হয় কিনা সেটাই এখন দেখবার বিষয়।

বিশ্বকাপ অভিষেকে

হ্যাটট্রিক করা রামোস এখন পিএসজির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে পর্তুগালের জার্সিতে প্রথমবার নামার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি, আর নেমেই দেখালেন চমক। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে গনসালো রামোস হ্যাটট্রিক করে জেতালেন দলকে।

কাতার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় করা এই হ্যাটট্রিকের মালিক এখন যোগ দিলেন পিএসজিতে।

তবে সরাসরি পর্তুগিজ এই স্ট্রাইকারকে দলে ভেড়াতে পারেননি ফরাসি জায়ান্টরা। চলতি মৌসুমের জন্য বেনফিকা থেকে ধারে তাকে দলে নিয়েছে তারা। ভবিষ্যতে পাকাপাকিভাবে থাকার অপশনও যুক্ত করা আছে চুক্তিতে। মূলত ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে সংক্রান্ত কারণে তাকে দলে স্থায়ীভাবে নিতে পারেনি বলে জানিয়েছে ফরাসি গণমাধ্যমগুলো। পিএসজিতে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রামোস। ২২ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার বলেন, 'পিএসজিতে যোগ দিতে পারা আমার জন্য বিশাল গর্ব ও দারুণ খুশির ব্যাপার। অসাধারণ সব ফুটবলার নিয়ে বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলির একটি পিএসজি।'

বেনফিকার একাডেমিতেই বেড়ে ওঠা রামোসের। ২০২০ সালে মূল দলে হয় তার অভিষেক। ক্লাবটির হয়ে ১০৬ ম্যাচ খেলে ৪১ গোল করেন পর্তুগিজ এই স্ট্রাইকার, সহায়তা করেন ১৬টি গোলে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবেই যোগ দিয়েছেন পিএসজিতে। দেশের জার্সিতে রামোসের অভিষেক হয় বিশ্বকাপে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বদলে খেলতে নেমেই করে বসেন হ্যাটট্রিক। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ৬-১ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনাল নিশ্চিত করে পর্তুগাল। সেখানে গিয়ে অবশ্য মরক্কোর কাছে আসর থেকে বিদায় নিতে হয় তাদের।

আবারও পাকিস্তানের

প্রধান নির্বাচক ইনজামাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন ছিল আবারো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান নির্বাচক হতে যাচ্ছেন ইনজামাম উল হক। অবশেষে সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। দ্বিতীয়বারের মতো পিসিবির দায়িত্ব নিলেন দেশটির সাবেক এই অধিনায়ক।

প্রধান নির্বাচক হিসেবে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব পেলেন ইনজামাম। ২০১৬ সালেও তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সেই দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটার।

নির্বাচক হিসেবে ইনজামামের প্রথম দায়িত্ব শ্রীলংকায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দল ঘোষণা করা। এরপর এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো দুটি মেগা ইভেন্টে খেলোয়াড় বাছাইয়ের দায়িত্ব পালন করবেন ইনজামাম।

গত সপ্তাহে পিসিবি ক্রিকেট টেকনিক্যাল কমিটির (সিটিসি) নিয়োগ পেয়েছিলেন ইনজামাম। যেখানে তার সঙ্গে বাকি দুজন সদস্য হলেন মিসবাহ-উল-হক ও মোহাম্মদ হাফিজ। এই টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্ব ছিল জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়োগ দেয়া। তবে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পাওয়ায় পিসিবি ক্রিকেট টেকনিক্যাল কমিটির (সিটিসি) অংশ আর থাকবেন না ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক ইনজামাম।

পাকিস্তানকে টেস্টে ৩১ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইনজামাম। তার নেতৃত্বে সমান ১১টি জয় ও পরাজয়ের মুখ দেখে পাকিস্তান, ড্র হয় ৯টি ম্যাচ। ৮১টি ওয়ানডে ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এনে দিয়েছেন ৫১ জয়।

এশিয়া কাপে প্রতিটি খেলা শুরুর সময় বদল!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ম্যাচ শুরুর সময় বদলে গিয়েছে। আগের দেওয়া সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খেলাগুলি শুরু হচ্ছিল। দুপুর ১টা, দেড়টা, ২টা ও সাড়ে ৩টে থেকে খেলা শুরু হওয়ার সময় দেওয়া ছিল। সব সময় বদলে দুপুর ৩.৩০ মিনিট করা হয়েছে। অর্থাৎ, এশিয়া কাপের সব কটি ম্যাচই ভারতীয় সময় দুপুর ৩টা থেকে শুরু হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টস। ৩০ আগস্ট শুর হবে এবারের আসর।

উল্লেখ্য, এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু পিসিবি ঘোষণা করার আগেই সেই প্রতিযোগিতার সূচি জানিয়ে দেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ। তার এই কাজে খুশি হতে পারছে না পিসিবি।

এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা এবং ট্রফি উন্মোচন নিয়ে গত ১৯ জুলাই লাহোরে পিসিবি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের বেশ কয়েক জন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান জাকা আশরফ। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান শুরুর আধ ঘণ্টা আগে সমাজমাধ্যমে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করে দেন শাহ। ফলে পাকিস্তানের অনুষ্ঠানটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। পাক বোর্ডের তরফে এসিসির কাছে এই ঘটনার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

পাক বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, "এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে পাকিস্তান বোর্ডের কথা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল পাকিস্তানের অনুষ্ঠানটি শুরু হবে সন্ধে ৭:১৫ মিনিটে। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সূচি ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান শুরু করার আধ ঘণ্টা আগেই জয় শাহ সূচি ঘোষণা করে দেন।"

অবশেষে যাকে করা হলো

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবারের আসরে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব দেবেন প্যাট কামিন্স। তবে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন ভেঙে গেছে মার্নাস লাবুশেনের। ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বর্ধিত স্কোয়াডে জায়গা পাননি এই ব্যাটসম্যান।

আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজে ও বিশ্বকাপের ঠিক আগে ভারতে ওয়ানডে সিরিজের জন্য সোমবার ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলও এটিই। এখান থেকেই কমিয়ে পরে ঘোষণা করা হবে বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজ সিরিজে কব্জি ভেঙে যায় কামিন্সের। তখন জানানো হয়েছিল এই ইনজুরি সেরে উঠতে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহ লাগবে। তাই তার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কিছুটা হলেও শঙ্কা ছিল। তবে সব শঙ্কা উড়িয়ে অজিদের নেতৃত্বে থাকছেন তিনিই। বিশ্বকাপ শুরুর আগেই খেলায় ফিরে আসার আশা করছেন তারা।

কামিন্সের ইনজুরি নিয়ে প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকাপ অভিযানের আগে প্যাটের জন্য জোর করে বিশ্রামের সময়টিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। বিশ্বকাপের আগে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারবে, যা ওর ভালো প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট।'

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যাশটন অ্যাগার, অ্যালেক্স কেয়ারি, ন্যাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, তানভির স্যাঙ্ঘা, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জ্যাম্পা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR